



## 103390 - মহাবিশ্ব নিয়ে চিন্তা করা কি ইবাদত?

### প্রশ্ন

এটা কি সঠিক য়ে, মহাবিশ্ব নিয়ে চিন্তা করা ইবাদতরে মত?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

মহাবিশ্ব নিয়ে চিন্তা করার মানে আল্লাহর সৃষ্টিকুল নিয়ে চিন্তা করা। এতে তিনি য়ে অভনিব সৃষ্টি করছেন তা নিয়ে ভাবা এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর মহত্ব ও কুদরতরে পক্ষ্যে দললি পশে করা। এটি এমন একটি ইবাদত যার মাধ্যমে ঈমান বাড়়ে, একীন পূরণতা লাভ করে। এ কারণে আল্লাহর কতিাবে পুনঃপুনঃ এই চিন্তাভাবনার প্রতি আহ্বান করা হয়েছে। য়েমন আল্লাহ তাআলার এ বাণীতে: “বলুন, তুমেরা য়মীনে ভ্রমণ কর অতঃপর প্রত্যক্ষ কর, কতিাবে তিনি সৃষ্টি আরম্ভ করছেন? তারপর আল্লাহ সৃষ্টি করবনে পরবতী সৃষ্টি। নশ্চয় আল্লাহ সব কছির উপর ক্ষমতাবান।”[সূরা আনকাবুত, আয়াত: ২০] এবং আল্লাহ তাআলার এ বাণীতে: “তারা কতিাহলে উটগুলোর দকি়ে তাকয়ি়ে দেখে না য়ে, কতিাবে তাদরেকে সৃষ্টি করা হয়ছে? এবং (তাকয়ি়ে দেখে না) আসমানরে দকি়ে, কতিাবে তা উঁচু করা হয়ছে? এবং পর্বতমালার দকি়ে য়ে, কতিাবে সগেলো স্থাপন করা হয়ছে? এবং পৃথিবীর দকি়ে য়ে, কতিাবে তাকে বসিত্ত করা হয়ছে।”[সূরা গাশিয়া, আয়াত: ১৭-২০]

এবং তাঁর এ বাণীতে: “আসমান-জমনিরে সৃষ্টিতে, রাত-দনিরে আবর্তনে, মানুষরে উপকারী সামগ্রী নিয়ে জলপথে চলমান নৌযানে, আল্লাহ আকাশ থেকে য়ে পানি (বৃষ্টি) বর্ষণ করে তার সাহায্যে মৃত ভূমকি়ে জীবতি করেনে তাতে, তিনি ভূমতি য়ে সব পশু-প্রাণী ছড়িয়ে দয়ি়েছেন তাতে, বাতাসরে দকি়ে-পরবির্তনে এবং আকাশ আর ভূমরি মাঝে ভাসমান মঘেরাশতি অবশ্যই বুঝমান লোকদরে জন্য় নরিদশন রয়ছে।”[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৬৪]

যখন কোন মানুষ এই সৃষ্টিগুলোকে নিয়ে চিন্তা করবে, এগুলোকে সৃষ্টি করার হকেমত নিয়ে ভাববে, সৃষ্টির নপি়ণতা নিয়ে কল্পনা করবে এবং এগুলোকে আল্লাহ অনুগত করে দয়ো নিয়ে চিন্তা করবে; এতে করে তার ঈমান ও একীন বৃদ্ধি পাবে এবং এই চিন্তার জন্য় সয়ে সওয়াব প্রাপ্ত হবে।

অনুরূপভাবে পূর্ববর্তী উম্মত ও তাদরে রাজ্যগুলোর পরণিত্তি নিয়ে চিন্তাভাবনা করা। তাদরে কুফরী ও অবাধ্যতার কারণে য়ে রাজ্যগুলোর পতন হয়ছে এবং এর থেকে উপদশে গ্রহণ করা। য়েমনটি আল্লাহ তাআলা সালহে আলাইহিসি সালামরে কওম ও তাদরে রাজ্য সম্পর্কে এবং ছামুদদরে রাজ্য সম্পর্কে বলেন: “অতএব দেখে, তাদরে চক্রান্তরে পরণিত্তি কিয়েন ছিলি। তা এই



ছলি য়ে, আমি তাদরেককে ও তাদরে সন্প্রদায়রে সকলককে ধ্বংস করে দয়িছেলিাম। ঐ য়ে তাদরে ঘরবাড়ি, তাদরে অপকর্মরে কারণে জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে। এতলে জ্ঞেগনী লোকদরে জন্য অবশ্যই একটি নিদির্শন আছে। [সূরা আন-নামল, আয়াত: ৫১-৫২]

কন্তি কবেল আনন্দ ও উপভোগরে জন্য মহাবশ্বি নয়িে চন্তিভাবনা করলে সটেই ইবাদত নয়। বরং সটেই মুবাহ (বধৈ); তবলে এই শর্তে য়ে, এটি য়নে কোন ফরয ইবাদত পালনে প্রতবিন্দক না হয় কথিবা কোন হারামে পততি না করে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞে।